দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০৪ OCT 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

রাজধানীর সাত সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন অধিভুক্ত রাজধানীর সাত সরকারি কলেজের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়া জটিলতা কাটিতেছে না। গত ১১ ফেব্রুয়ারি তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। অথচ এখনো ফল প্রকাশিত না হওয়ায় তাহারা বড় ধরনের সেশনজটের আশঙ্কা করিতেছেন। ইতোমধ্যে অন্যান্য কলেজে অধ্যয়নরত তাহাদের সহপাঠীরা স্নাতকের ফল পাইয়া স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়াশুনা করিতেছেন। কেহ কেহ অংশগ্রহণ করিতেছেন বিসিএস পরীক্ষায়ও। কিন্তু তাহারা এতদিনেও ফল না পাইয়া যারপরনাই হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন। এইসব অধিভুক্ত কলেজ হইল— ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এইসকল কলেজের প্রায় দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থী বর্তমানে নানা অনিশ্চয়তার দোলাচলে রহিয়াছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কলেজগুলিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির পর বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা ও সিলেবাসের দাবিতে কয়েক মাস আগে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। এইসময় পুলিশের টিয়ারশেল নিক্ষেপে সিদ্দিকুর রহমান নামে তিতুমীর কলেজের এক শিক্ষার্থী তাহার উভয় চক্ষু হারান। অতীতে যেখানে পরীক্ষা পিছাইবার আন্দোলন করিয়াছেন শিক্ষার্থীরা, সেখানে পরীক্ষার দাবিতে এই আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষের সহমর্মিতাও পরিলক্ষিত হয়। এখন আবার পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য তাহাদের আন্দোলনে নামিতে হইবে— ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে!

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সরকারি কলেজগুলিকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মোতাবেক কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই রাজধানীর এই সাতটি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। ইহাতে এইসকল কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাইবেন বলিয়া আনন্দিত হন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ, যথাসময়ে রুটিন ও সিলেবাস প্রদান ইত্যাদি নিয়া। এইসকল বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অন্ধকারে থাকায় তাহারা বিপাকে পড়েন। নূতন শিক্ষাবর্ষ হইতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরই কেবল অধিভুক্ত না করিবার কারণে এই সংকট ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাহাছাড়া বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও অধিক। তাহার সহিত আরো প্রায় দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখা, ফলাফল প্রকাশ, রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি, ফরম পূরণ ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জনবল দরকার, তাহা না থাকিবার কারণেও তৈরি হইয়াছে এই সংকট। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চাহিদামাফিক তথ্য ও বিভিন্ন ডাটা প্রদানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে সহযোগিতা করিতেছে কিনা তাহাও দেখিবার বিষয় বৈকি। দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করিতে ভিতরে ভিতরে কোনো খেলাও চলিতে পারে। কেননা এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নহে। তবে আমরা একান্তভাবে কামনা করি, সাতটি কলেজের দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর সকল প্রকার অনিশ্চয়তার অবিলম্বে অবসান হউক। এইজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল বৃদ্ধিসহ যাহা যাহা করণীয় তাহাই করিতে হইবে।